২৪

ভোরের কাগজ

তারিখ ... AUG 7 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ১.....

হল তল্লাশির নামে সাধারণ ছাত্রদের হয়রানি

রাত দেড়টা। হলের প্রায় সবাই ঘুমে। আমাদের রুমেরও সবাই ঘুমাচ্ছে। পরীক্ষা থাকায় কেবল আমিই জেগে। আমার ছোট ভাই আজই এসেছে বাড়ি থেকে। আমার রুমমেটেরও গেস্ট এসেছে। দুই সিটে পাঁচজন হওয়ায় ফ্লোরে শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে আমাদের দুজনের। হঠাৎ হলের ছেলেরা মনে হয় কি কারণে জেগে উঠেছে। অন্ধকার রুমগুলোয় লাইট জ্বলছে মিটমিট করে। হলে কিছু চাপা উত্তেজনা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দরজায় নক করার শব্দ! দরজা খুলেই চমকে গেলাম। পুলিশ আবার আমাদের রুমে কেন? পিছনে স্যারকে দেখেই সালাম দিলাম। স্যার ডিবির লোকটাকে দেখিয়ে বললেন, 'দেখছেন স্যার হলের অবস্থা।' স্যার জানতে চাইলেন, কে কে বোর্ডার? আমরা আমাদের লাল কার্ড দেখালাম। স্যার পুলিশের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিলেন এদের তিনজনকে নিয়ে যান। স্যারের এহেন নির্দেশ শুনে আমরাতো হতবাক। স্যারকে বললাম, আমার ছোট ভাই আজ এসেছে কালই চলে যাবে। আরেকজন গেস্ট আমার রুমমেটের চাচা। ওনাকেও পুলিশের সঙ্গে নিচে যেতে বললেন। আমি স্যারকে Request করলাম, আমার আপন ভাই ওর কি দোষ! স্যার আমাদের কথার তোয়াক্কা না করেই পুলিশের সঙ্গে গেস্টদের যেতে বললেন। এটি গল্প নয় বাস্তব চিত্র।

গত ৬ জুলাই গভীর রাতে মুহসীন হলের সাধারণ ছাত্রদের বিনা কারণে হয়রান করা হয়। কেবল আমার রুমের ঘটনা নয়, প্রতিটি রুমেই ঘটেছে এই চিত্র। কিন্তু কেন হল তল্লাশির নামে সাধারণ ছাত্রদের ওপর হয়রানি চালানো হলো তা বোধগম্য নয়। পুলিশ না হয় কে ছাত্র আর কে অছাত্র চিহ্নিত করতে পারে না কিন্তু আমরা যারা আবাসিক ছাত্র তাদের স্যাররা চেনেন। হলের বহিরাগত অছাত্রদের ধরতেই হল তল্লাশি চালানো হয় কিন্তু সাধারণ ছাত্রদের কেন হয়রান করা হলো? হলের প্রায় দুই হাজার ছাত্রের মধ্যে রাজনীতি করে মুখচেনা ৩০-৪০ জন। তাদের মধ্যেও Active ১০ থেকে ১২ জন। অথচ রাজনৈতিক রুমগুলো এবং ঐসব রুমে কারা থাকে সে সম্পর্কেও স্যাররা অবগত। সবকিছু জেনেশুনেও স্যাররা কেন গভীর রাতে সাধারণ ছাত্রদের রুমে তল্লাশি চালালেন এটাই প্রশ্ন? দিনে কিংবা রাত্রে হল পাহারারত পুলিশের পাশেই কোমরে অস্ত্র নিয়ে সন্ত্রাসী বহিরাগতরা ঘুরে বেড়ায়, হল পাহারা দেয় রাত জেগে। অন্যদিনের মতো সেদিন রাতেও হলে ছিল প্রচুর বহিরাগত অছাত্র সন্ত্রাসী। কিন্তু কোনো সন্ত্রাসী কেন ধরা পড়লো না? স্যাররা কি এদের আসল ঠিকানা জানেন না?

কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিয়েছেন বহিরাগত নির্মূলের, আমরা সাধারণ ছাত্ররাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। কিন্তু বহিরাগত অছাত্র তল্লাশির নামে শুধু লোক দেখানো তল্লাশির নিন্দা করেছে হলের সব সাধারণ ছাত্র। হলের ক্যাডারের ভয়েই কেবল তারা মুখ খুলতে পারে না। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হলো, হলের সাধারণ ছাত্রদের গেস্ট কিংবা অন্যান্য হলের ছাত্র যখন পুলিশকে দিয়ে ধরিয়ে গেটে নামানো হয়েছে তখনো পুলিশের আশপাশ দিয়েই ঘোরাঘুরি করছিল বহিরাগত অছাত্ররা। বেশির ভাগই অবস্থান নিয়েছিল টিভি রুমে। কিন্তু একজন বহিরাগত সন্ত্রাসীও পুলিশ ধরতে পারেনি। স্যাররা ধরিয়ে দিতে পারেননি।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সবিনয় নিবেদন, সাধারণ ছাত্রদের আর হয়রান না করে আসল সন্ত্রাসী ও অছাত্র বহিরাগতদের গ্রেপ্তার করুন।

জাহিদুর রহমান তালুকদার
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢা.বি.।